নাসিরুদ্দিন

হোজ্জার গল্প ৯

লিটল উম্মাহ

স্বপ্ন নতুন দিনের

পরদিন সকাল সকাল প্রতিবেশী হাজির হোজ্জার বৈঠকখানায়। মলিন মুখে হোজ্জাকে বললো, ‘কী বুদ্ধি দিলেন, হোজ্জা সাহেব! ঘর তো এখন আরও ছোট হয়ে গেছে। দশটা মুরগি সারা রাত কক-কক করে ডাকে! লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে ঘরের অবস্থা কী করেছে, দেখুন গিয়ে!’

হোজ্জার মনটা উশখুশ করছিলো। একটু ঘুরে এলে বেশ হয়! যেমন ভাবা তেমন কাজ! হোজ্জা তার প্রিয় গাধার পিঠে জিন চাপিয়ে এক লাফে চড়ে বসলেন। তারপর টুকটুক করে চললেন বাজারের দিকে।

গাধাটা যাচ্ছিল আস্তে আস্তেই। হঠাৎ কী হলো কে জানে! ঘ্যাকে ঘ্যাকো করে ডেকে উঠলো বিকট স্বরে। তারপরই ঝেড়ে এক দৌড় লাগালো। হোজ্জা চেঁচিয়ে উঠলেন ভয়ে, 'আরে করিস কী! থাম! থাম! মরলাম রে! গেলাম রে!' গাধার কিন্তু থামার নামগন্ধও নেই। সে ছুটছে তো ছুটছেই।

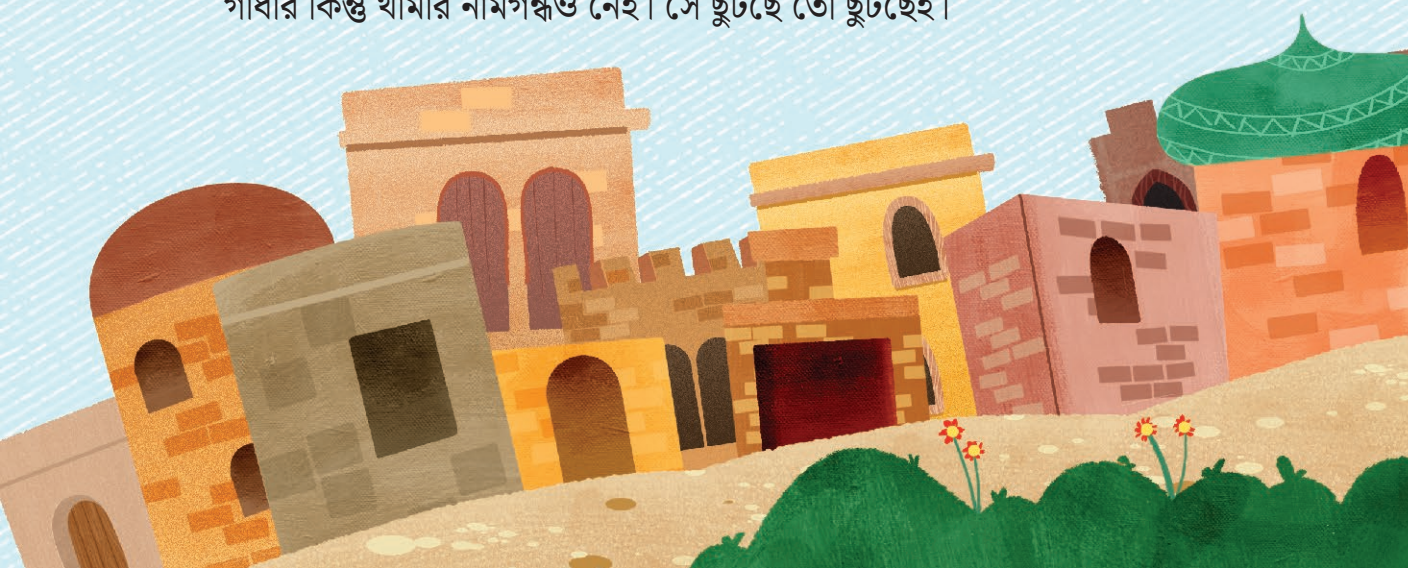

শুনে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন হোজ্জা। বললেন, ‘তাই বলো! আমি ভাবলাম কী না কী হয়েছে! ওটা তো আমার জোব্বা! পড়ে গিয়েছিলো রে ভাই। তাই একটু শব্দ হয়েছে!’

প্রতিবেশী ভারি অবাক। অবিশ্বাসের চোখে তাকিয়ে বললো, ‘কী যা-তা বলছেন, হোজ্জা সাহেব! তাই কখনো হয় নাকি? একটি জোব্বা পড়ে গেলে বুঝি এত শব্দ হয়?’

হোজ্জাও কম যান না। একগাল হেসে বললেন, ‘আহা, কখন বললাম যে শুধু জোব্বাটিই পড়ে গেছে। আরে বাপু, জোব্বার ভেতরে তো আমিও ছিলাম!’

হোজ্জার কথা শুনে প্রতিবেশী তাজ্জব! ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইলো শুধু। আর হোজ্জা সাহেব? আগের মতোই হনহনিয়ে ছুটলেন বাজারে।

হোজ্জা তড়াক করে এক লাফে গাধার পিঠে উঠলেন। কয়েক পা সামনে গিয়ে কী ভেবে আবার থামলেন। তারপর আচমকাই গাধার পিঠে উলটো হয়ে ঘুরে বসলেন। গাধা চলতে লাগলো টুক টুক করে। আর হোজ্জা সবার দিকে মুখ ফিরিয়ে হেসে হেসে সালামের উত্তর দিতে লাগলেন।

গাধার পিঠে হোজ্জাকে এমন উলটো বসতে দেখে গ্রামবাসী ভারি অবাক হলো। 'আরে হোজ্জা, আপনি গাধার পিঠে অমন উলটো হয়ে বসলেন কেন?'

হোজ্জা ততক্ষণে বেশ দূরেই চলে গেছেন। দূর থেকেই চিৎকার করে বললেন, 'আরে ভাইয়েরা, সামনের দিকে মুখ করে বসতেই পারতাম। তাহলে তোমরা আবার আমার পেছনে পড়ে যাও। আমি তোমাদেরকে পেছনে ফেলে রেখে যেতে চাই না। তাই উল্টো হয়ে বসলাম। যেন তোমরা আমার সামনে থাকো। সামনে থাকলে মনেই হবে না, আমি তোমাদের ছেড়ে যাচ্ছি

এমন কথায় গ্রামের সবার মুখে হাসি ফুটে উঠল। হাসিমুখে হাত নাড়তে নাড়তে তারা হোজ্জাকে বিদায় দিলো।